ইউনিট ২

ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা

ভূমিকা

ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করার পর আপন প্রতিম র্তিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই সুন্দর পৃথিবী ভোগ করার স্বাধীনতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের গভীর ভালবাসার দরুন তিনি সবসময় মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কিন্তু মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারের জন্য ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকার পাপে লিপ্ত হয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। ঈশ্বর প্রেমময় পিতা, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান। মানুষের পতনে কষ্ট পেয়েছেন, সতর্ক করেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। আবার ক্ষমা করে যুগে যুগে ভাববাদীদের পাঠিয়েছেন যেন মানুষ পাপের পথে না যায়, ফিরে আসে, মন পরিবর্তন করে। যে সকল ভাববাদীদের তিনি মানুষের মুক্তির জন্য এ জগতে পাঠিয়েছেন এ পাঠে তাদের মধ্যে কয়েকজন ভাববাদীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারা হলেন নোহ, অব্রাহাম ও যোষেফ। নোহ একমাত্র ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন তাই শুধু তাদের পরিবারকে জলপ্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং আবার নতুন বংশ বৃদ্ধি পায়। অব্রাহাম ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালবাসতেন বলে একমাত্র পুত্রকে বলিদান করতে অসম্মত হননি, ফলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে বালু কণার ন্যায় বংশবৃদ্ধি হয়েছে। যোষেফের মধ্য দিয়ে কিভাবে জাতিকে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচিয়েছেন সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। তারা সকলে ঈশ্বরের বাধ্য থেকে বিশ্বস্তভাবে তাঁর আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি লাভে সাহায্য করেছেন।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ২.১: নোহ ও মহাপ-াবনের কাহিনী

পাঠ- ২.২: অব্রাহামের মহা পরীক্ষা

পাঠ- ২.৩: যোষেফ ও তার ভাইয়েরা

পাঠ ২.১ নোহ ও মহাপ্লাবনের কাহিনী (আদি ৬:৮-২২ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আক্ষেপের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ঈশ্বরের প্রতি নোহের বাধ্যতা সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- জল প্লাবনের ঘটনা বলতে পারবেন এবং
- মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নোহের জন্ম বৃত্তান্তঃ নোহের পিতার নাম লেমক। নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ ছিলেন। তিনি সদা প্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ছিলেন। ঈশ্বর নোহের সাথে গমনাগমন করতেন, আলাপ আলোচনা করতেন।

জল প্লাবনের কারণঃ নোহের সময়ে ঈশ্বরের কাছে মানুষের দুষ্টতা দেখা দিল। মানুষের অন্তকরণের চিন্তাধারায় কেবল মন্দতায় পরিপূর্ণ ছিল। মানুষের জীবন বিভিন্ন প্রকার পাপে পরিপূর্ণ ছিল। তাই ঈশ্বর মহৎ করতে না পেরে আক্ষেপ করে বললেন, আমার আত্মা আর মানুষের মধ্যে অধিষ্ঠান করবে না। আমি আমার সৃষ্টিকে উচ্ছিন্ন করব।

নোহের প্রতি ঈশ্বরের আদেম ও পালনঃ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নোহ একমাত্র ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন বলে তাকে ডেকে বললেন, আমি সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ তাদের দ্বারা পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ। তাই তুমি গোফর কাঠ দিয়ে এক জাহাজ তৈরি কর। জাহাজটি দৈর্ঘে তিন হাত এবং প্রস্থে পঞ্চাশ হাত। সে জাহাজে সমস্ত প্রকারের এক এক জোড়া করে পশু পাখি ও আহারার্থে খাদ্য সামগ্রী নিবে। পরে তুমি, তোমার স্ত্রী, তিন ছেলে ও পুত্র বধূদের নিয়ে জাহাজে উঠবে। নোহ ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সমস্ত কিছু সমাপ্ত করে জাহাজে উঠলেন।

জলপ্লাবনের ঘটনাঃ চল্লিশ দিবা রাত্রি পৃথিবীতে মুষলধারে বৃষ্টি হলো। ভূমিতে জল বৃদ্ধি পেয়ে জাহাজ ভেসে উঠল। ক্রমে ক্রমে এত জলবৃদ্ধি পেল যে সমস্ত প্রাণী পৃথিবী হতে ধ্বংস হল। আর জল পৃথিবীর উপর একশত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রবল হল। পরে মহাবৃষ্টি বন্ধ হল। জাহাজটি অরারট পর্বতে এসে ভিড়ল।

পৃথিবীতে জল কমেছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য জাহাজের জানালা খুলে একটি দাঁড় কাক ছেড়ে দিলেন। সেটি কোথাও বসতে না পেরে জাহাজে ফিরে এল। কিছুদিন পরে আবার একটি কপোত ছেড়ে দিলেন। এবারও সেটি ফিরে এল। তিনি বুঝতে পারলেন যে এখনও

জল কমেনি। কিছুদিন পরে আবার কপোতটি ছেড়ে দিলেন, এবার কপোতটি ঠোঁটে করে জিতবৃক্ষের পাতা নিয়ে ফিরে এল। এবার নোহ বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীতে জল কমে গেছে। সাতদিন পরে আবার কপোতটি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এবার সে কপোতটি আর ফিরে এল না। নোহ জাহাজের ছাদ খুলে দেখলেন যে ভূমি শুকিয়ে গেছে। পরে ঈশ্বর নোহকে বললেন নোহ স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধ ও সমস্ত পশু পাখি নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসে।

ঈশ্বরের প্রতি নোহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশঃ পরে নোহ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদী নির্মাণ করলেন ও যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন। ঈশ্বর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, "আমি মানুষের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মানুষের মনস্কামনা দুষ্ট ও যেমন করিলাম তেমন আর কখনও সকল প্রাণীকে সংহার করিব না"।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাঃ ঈশ্বর নোহ ও তার পুত্রদের আশীর্বাদ করে বললেন, "আমি তোমাদের সহিত আমার নিয়ম স্থির করি। জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না। আর পৃথিবীর বিনাশাথে জলপ্লাবন আর হইবে না। আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি। তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন"। যখন তিনি মেঘে সেই চিহ্ন দেখবেন তখন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করবেন এবং পৃথিবীতে আর জলপ্লাবন দেবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কেন ঈশ্বর নোহকে জাহাজ তৈরি করতে বললেন?
(ক) তিনি বিনয়ী ও নম্র (খ) তিনি ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান
(গ) তিনি ধার্মিক ও সিদ্ধ (ঘ) তিনি দয়াবান ও বিশ্বস্ত

২. নোহের কয়জন ছেলে ছিল?
(ক) ৫ জন (গ) ৬ জন
(খ) ৩ জন (ঘ) ২ জন

৩. কতদিন ও কতরাত অবিরাম বৃষ্টি হয়েছিল?
(ক) ৫০ দিন ও রাত (গ) ৩০ দিন ও রাত
(খ) ৬০ দিন ও রাত (ঘ) ৪০ দিন ও রাত

৪. পৃথিবীতে জল কমল কিনা পরীক্ষা করবার জন্য নোহ প্রথমে কি ছাড়লেন?
(ক) দাঁড় কাক (গ) ঘুঘু
(খ) কপোত (ঘ) দোয়েল

৫. কপোতটি ঠোঁটে করে কোন গাছের পাতা এনেছিল?
(ক) ডুমুর গাছের পাতা (গ) জলপাই গাছের পাতা
(খ) আম গাছের পাতা (ঘ) জিত গাছের পাতা

৬. কোন পাহাড়ে জাহাজটি ভিড়েছিল?
(ক) কর্ম্মিল (গ) মোরিয়া
(খ) অরারট (ঘ) কালভেরী

৭. নোহ জাহাজ থেকে নেমে কি করলেন?
(ক) আনন্দে ভোজ দিলেন (খ) নতুন বাড়িঘর তৈরি করলেন
(গ) পশুপাখি বলিদান করলেন (ঘ) যজ্ঞবেদী তৈরি করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হোমবলি উৎসর্গ করলেন

৮. ঈশ্বর যে নিয়ম স্থির করলেন তার চিহ্ন কি?
(ক) আকাশে নতুন তারা দেখা দেবে (খ) আকাশে ধ তকেতু দেখা দেবে
(গ) মেঘে বজ্রপাত হবে (ঘ) মেঘে আপন ধনু দেখা দেবে

পাঠ ২.২ অব্রাহামের মহা পরীক্ষা (আদি ২২; ১-১৯ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঈশ্বরের প্রতি অব্রাহামের গভীর ভালবাসার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- অব্রাহামের বাধ্যতা সম্বন্ধে বলতে পারবেন;
- অব্রাহামের মহাপরীক্ষার ঘটনাটি বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত হলে আশীর্বাদ লাভ করা যায় সে বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অব্রাহামের মহা পরীক্ষা

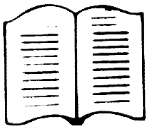

এক দিন ঈশ্বর, তাঁর প্রতি অব্রাহামের ভালবাসা কতটুকু তা পরীক্ষা করবার জন্য অব্রাহামকে ডেকে বললেন, আমি জানি তুমি তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাস। কিন্তু তুমি তাকে নিয়ে মোরিয়া দেশে যাও। সেখানে গিয়ে যে পর্বতের কথা বলব সেখানে তোমার একমাত্র পুত্র ইসহাককে হোমার্থে বলিদান করবে। ঈশ্বরের আদেশ পালনার্থে অব্রাহাম অতি ভোরে উঠলেন। গাধার পিঠে কাঠ সাজালেন। দুইজন দাস ও ইসহাককে সংগে নিয়ে মোরিয়া দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তিন দিনের পথ অতিক্রম করে অব্রাহাম দূর থেকে সেই স্থান দেখতে পেলেন। তখন তিনি দুই দাসকে বললেন, তোমরা গাধার সাথে এ স্থানে থাক। আমি ও ইসহাক ঐ পর্বতে গিয়ে প্রণিপাত করি। পরে তোমাদের কাছে ফিরে আসব। অব্রাহাম হোমের কাঠ ইসহাকের কাঁধে দিলেন এবং নিজে অগ্নি ও খড়গ নিলেন। তারা কিছুদ র অগ্রসর হলে ইসহাক অব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আমার পিতা, এই দেখুন অগ্নি ও কাঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্ত মেষশাবক কোথায়"। অব্রাহাম উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর নিশ্চয় হোমের জন্য মেষশাবক যুগিয়ে দেবেন"।

ঈশ্বরের নিদৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে, অব্রাহাম যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে কাঠ সাজালেন। পরে ইসহাককে বেঁধে বেদীর কাঠের উপর রাখলেন। পরে তিনি হাত বিস্তার করে আপন পুত্রকে বধ করানার্থে খড়গ গ্রহণ করলেন। এমন সময় আকাশ থেকে সদা প্রভুর দূত অব্রাহামকে ডেকে বললেন, "যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না"। কেননা এখন বুঝলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও"। তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলে দেখলেন যে তার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ ঝোপে বদ্ধ। তিনি সে মেষটি নিয়ে পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থে বলিদান করলেন। আর তিনি সে স্থানের নাম দিলেন, "যিহোবায়িরি" অর্থ হল (সদা-প্রভু যোগাইবেন)।

পরে সদা-প্রভুর দূত দ্বিতীয়বার আকশ থেকে অব্রাহামকে ডেকে বললেন, "তুমি এই কার্য করিলে, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না, এই হেতু, আমি আমারই

দিব্য করিয়া কহিতেছি। আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব এবং আকাশের তারাগণের ও সমুদ্র তীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব। তোমার বংশ শত্রুগণের পুরদ্বার অধিকার করিবে। আর তোমার বংশে শত্রুগণের সকল জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে। কারণ তুমি আমার বাক্যে অবধান করিয়াছ"। পরে অব্রাহাম আপন দাসদের কাছে ফিরে গেলেন। আর সকলে বেরশেবাতে ফিরে গিয়ে বসতি আরম্ভ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ঈশ্বর কোন দেশে গিয়ে অব্রাহামকে হোমবলি দিতে বললেন?
(ক) মিশর
(খ) যিরূশালেম
(গ) কনান
(ঘ) মোরিয়া

২. ঈশ্বর অব্রাহামকে কি বলি দিতে বললেন?
(ক) ভেড়া
(খ) ছাগল
(গ) একমাত্র পুত্র
(ঘ) গরু

৩. "যিহোবায়িরি" নামের অর্থ কি?
(ক) ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন
(খ) ঈশ্বর যোগাইবেন
(গ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
(ঘ) ঈশ্বর সদাপ্রভু দয়াশীল

৪. ইসহাকের পরিবর্তে অব্রাহাম কি হোমবলি দিয়েছিলেন?
(ক) মেষ
(খ) গরু
(গ) বেরশেবা
(ঘ) শমরীয়া

পাঠ ২.৩

যোষেফ ও তার ভাইয়েরা (আদি ২২; ১-১৯ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যোষেফের প্রতি ভাইদের হিংসার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- যোষেফের প্রতি ভাইদের হিংসার ফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

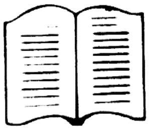

যাকোরের বার পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে যোষেফ ছিল তার বৃদ্ধাবস্থার সম্মান। সে জন্য যাকোব তাকে সব পুত্র অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। তার পিতা তাকে ভালবেসে একটি সুন্দর চোগাও বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তার ভায়েরা তার প্রতি হিংসা করত। ভাল ব্যবহার করত না।

প্রথম স্বপ্ন: একদিন যোষেফ স্বপ্ন দেখে তার ভাইদের কাছে বললেন। স্বপ্নটি হলো যে, সকল ভাইয়েরা মাঠে আঁটি বাঁধছে এমন সময় যোষেফের আঁটিটি উঠে দাঁড়িয়েছে এবং ভাইদের আঁটিগুলো চারিদিকে ঘিরে তার আঁটিটিকে প্রণাম করছে। এ কথা শুনে ভাইদের ভীষণ রাগ হল, তাকে বলল, "তুইকি বাস্তবিক আমাদের রাজা হইবি? আমাদের উপরে বাস্তবিক কতৃত্ব করবি"?

দ্বিতীয় স্বপ্ন: অন্য একদিন যোষেফ আর একটি স্বপ্ন দেখল এবং পিতা ও ভাইদের কাছে প্রকাশ করল। বলল, দেখ সূর্য ও চন্দ্র এবং একাদশ নক্ষত্র আমাকে প্রণিপাত করল। পিতা একথা শুনে যোষেফকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি এ কেমন স্বপ্ন দেখিলে? আমি, তোমার মা ও তোমার ভ্রাতৃগণ আমরা কি বাস্তবিক তোমার কাছে ভূমিতে প্রণিপাত করিতে আসিব?'' এ সমস্ত কারণে ভাইয়েরা যোষেফের প্রতি হিংসা প্রকাশ করতে আরম্ভ করল।

কিছুদিন পরে যোষেফের ভাইয়েরা পশু পাল চড়াতে শিখিম প্রদেশে গিয়েছে। অনেক দিন হল পিতা তাদের সংবাদ পাননি। তাই যোষেফকে ডেকে বললেন, তুমি শিখিমে যাও তোমার ভাইদের ও পশুপালের কেমন খোঁজ নিয়ে এস। যোষেফ ভাইদের খোঁজে শিখিমে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে তাদের পেল না। কি করবে, কোথায় খোঁজ করবে ভেবে পাচ্ছেন না। এমন সময় সেখানে একজন লোক এসে যোষেফকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে খুঁজছ? যোষেফ বলল আমার ভাইয়েরা এখানে পশুপাল চড়াচ্ছিল এখন কোথায় গিয়েছে এ খবর জানেন কি? সে লোকটি উত্তর দিল "হ্যাঁ, আমি তাদের বলতে শুনেছি, আমরা দোথনে যাব"। যোষের এ কথা শুনে দোথনে উপস্থিত হল। দূর থেকে তার ভাইয়েরা তাকে দেখতে পেয়ে তাকে বধ করার যড়যন্ত্র করল। তারা বলল, ঐ স্বপ্ন দর্শক মহাশয়কে একটা গর্তে ফেলে দেই। পরে বলব, কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। দেখব ওর স্বপ্নের ফল কি

হয়। তাদের ভাইদের মধ্যে রূবেনা নামে এক ভাই বলল, না তাকে প্রাণে মারা উচিত হবে না। রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। ওকে প্রান্তরের মধ্যে এই গর্তমধ্যে ফেলে দিও।

যখন যোষেফ তাদের কাছে এল তখন তার ভাইয়েরা তার সেই সুন্দর পোষাকটি খুলে রেখে দিল এবং তাকে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে সে গর্তের মধ্যে জল ছিল না। সকল ভাই মিলে যখন আহার করছিল এমন সময় দেখল যে গিলিয়দ হতে একদল ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ী আসছেন। তারা উঠের পিঠে করে সুগন্ধি দ্রব্য যেমন, গুগগুল ও গন্ধরস নিয়ে মিশরে যাচ্ছেন। তাদের ভাইদের মধ্যে যিহ দা নামে একভাই বলল যে, ভাইকে মেরে তার রক্ত গোপন করে আমাদের কি লাভ? এস, আমরা তাকে ঐ ইশ্মায়েলীয়দের কাছে বিক্রয় করি। কারণ সে আমাদের ভাই, আমাদের রক্তের সম্পর্ক। এ কথায় সকলে রাজী হয়ে যোষেফকে গর্ত থেকে তুলল ও বিশ রৌপ্য মুদ্রায় ইশ্মায়েলীয়দের কাছে বিক্রয় করে দিল। ঐ ব্যবসায়ীরা তাকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন।

পরে যোষেফের ভায়েরা একটি ছাগ মেরে তার চোগাখানি রক্তে ডুবিয়ে লোক দিয়ে বাবার কাছে উপস্থিত করল। পরে তারা গিয়ে পিতাকে বলল, আমরা এ বস্ত্রটি পেয়েছি, দেখ এটি তোমার পুত্রের বস্ত্র কিনা। পিতা যোষেফের বস্ত্র চিনতে পেরে বললেন, "হ্যাঁ এটি আমার পুত্রের বস্ত্র নিশ্চয় কোন হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। যোষেফ অবশ্য খণ্ড হয়েছে"। যাকোব আপন বস্ত্র চিড়ে কটি দেশে চট পরলেন এবং অনেক দিন পুত্রের জন্য শোক করলেন। তার সমস্ত পুত্র কন্যা তাকে সান্তনা দিত কিন্তু তিনি তাতে সান্তনা লাভ করলেন না। সর্বদা শোক করতেন, কাঁদতেন। কারণ তিনি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এদিকে ঐ সিদিয়নীয়রা যোষেফকে মিশরের রাজা ফরৌনের কর্মচারী রক্ষক সেনাপতি পোটিফরের কাছে বিক্রয় করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যাকোবের ছেলে ছিল কত জন?
(ক) ১০ জন
(খ) ৮ জন
(গ) ১২ জন
(ঘ) ১৫ জন

২. যাকোব কাকে একটি সুন্দর চোগা দিয়েছিলেন?
(ক) রূবেন
(খ) যিহুদা
(গ) বিন্যামিন
(ঘ) যোষেফ

৩. কাদের কাছে যোষেফকে বিক্রয় করলো?
(ক) যিহ দীয়া
(খ) মিশরীয়
(গ) ইশ্মায়েলীয়
(ঘ) পরাশীয়া

৪. কত রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রয় করল?
(ক) ১০ রৌপ্য মুদ্রায় (খ) ২০ রৌপ্য মুদ্রায়
(গ) ৩০ রৌপ্য মুদ্রায় (ঘ) ৪০ রৌপ্য মুদ্রায়

৫. ব্যবসায়ীরা যোষেফকে কোথায় নিয়ে গেলেন?
(ক) মিশরে (খ) নানে
(গ) বৈথেলে (ঘ) যিরূযালেমে

৬. কার কাছে বিক্রয় করেছিল?
(ক) ফরৌন রাজা (খ) পোটিফর
(গ) যিহ দা (ঘ) হেরোদ রাজা

৭. মিশরের রাজার নাম কি?
(ক) সিজার (খ) ফরৌন
(গ) হেরোদ (ঘ) আগ্রিপ্প

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. নোহের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন।

২. জল প- াবনের কারণ কি?

৩. ঈশ্বর নোহকে কি আদেশ দিলেন এবং সে আদেশ পালনে তিনি কি করলেন?

৪. জলপ্লাবনের ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে লিখুন।

৫. জলপ্লাবন শেষে নোহ কি করলেন?

৬. ঈশ্বর অব্রাহামকে কি পরীক্ষা করেন এবং এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি?

৭. ঈশ্বরের মহা পরীক্ষার ঘটনাটি সংক্ষেপে বলুন।

৮. কেন অব্রাহাম সেই স্থানের নাম "যিহোবায়িরি" রাখলেন?

৯. ঈশ্বর কেন অব্রাহামের প্রতি খুশী হলেন? আকাশ থেকে দ্বিতীয়বার কি বাণী হল? ঈশ্বর অব্রাহামকে কি আশীর্বাদ করলেন?

১০. যোষেফের প্রথম স্বপ্ন কি ছিল তা লিখুন।

১১. যোষেফের দ্বিতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করুন।

১২. দুটি স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

১৩. যোষেফের ভাইয়েরা কিভাবে ইশ্মায়েলীয়দের কাছে বিক্রয় করেছিল সে ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে লিখুন।

১৪. যোষেফের ভাইয়েরা পিতার কাছে এসে যোষেফ সম্বন্ধে কি বললেন?